প্রকাশক :—

এইচ, কে, বারিক

ভারতী বুক ষ্টল

নাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

মুদ্রাকর : -

নীরেশনাথ ভট্টাচার্য্য

মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৭৫, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিবর—

শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

শাহানা

আজি শরতের মধুর মরতে
বৃষ্টি-ক্লান্ত মধু-লগন
দূর দিগন্ত, দূরের পাহাড়
মেঘ-মল্লার সুর-মগন।
কালো চ'লে যায় কানন তলায়
ভিজে মালতীর মালিকা গলায়
নীল কাশ হানে আজি দু'নয়ানে
আলো-ঝলমল নীল গগন।

ওগো, গৃহ কাজ ফেলে রাখো আজ
মুছে নাও তব আঁখি করুণ
চলো মাঠ বেয়ে হেসে ছুটে যাই
প্রেমে লুটে যাই দু'টী তরুণ।
আজি ঝর ঝর সজল হাওয়ায়
হেরো ঝরে জল কানন ছাওয়ায়
হেরো ঘাসবনে ফুলের শয়নে
বাড়াগান করে রাঙা অরুণ।

চল চল মেঘ উড়ে যায় দূরে
সাদা মেঘ ভাসে তুলা নরম
বাহুর স্বরাগে নেমেছে রে চল
সুখে হেসে ওঠে সারা মরম

নিবেদন

আজ হ'তে, বধু, আমার এ প্রাণ তোমারি হোলো
খোলো গুণ্ঠন, মুখপানে চাও, নয়ন তোলো।
রঙীন বাসরে ফুল শয্যায়
কাজ কিবা আর এত লজ্জায়
মধুর গানে কথা কও ওগো হৃদয় খোলো।
আজ হ'তে, বধু, আমার এ প্রাণ তোমারি হোলো

এমন ছলনা অভিমানভরে ঘরের কোণে
নাইবা রহিলে একেলা বসিয়া আপন মনে।
যে চোখে দেখেছো মোরে একবার
সে চাহনি সে কি ভোলা যায় আর
অবশেষে মনে গেছে সে আমার স্মরণ বনে।
কাটালাম কত ব্যাকুল রজনী
সব গগনের তারা গণি' গণি'
আজো শুধু হোলো নতুন মধুর নিমন্ত্রণে।
অভিমান ভরে রহিওনা আর ঘরের কোণে।

এমন সন্ধ্যা কখনো আসেনি এমন বেশে—
লীলাভরে তুমি দ্বারের আড়ালে দাঁড়ালে এসে।
ঈষৎ হাসির ঝঙ্কার মাঝে
থেকে থেকে শুনি কঙ্কন বাজে
কুঞ্জ গোপন ঝর্ণা যেন বা আসিছে নেমে।

নিবেদন

প্রাণের মাঝারে কে যে গান গায়
বারেবারে কারে আরো কাছে চায়
বিহ্বল হোলো দুটী আঁখি তার রূপের হেসে।
এমন সন্ধ্যা কখনো আসেনি এমন প্রেমে।

এসো এসো মোর বরণ ভবনে যেওনা স'রে
দেবার যা ছিল দিয়েছি তো সবি উজাড় ক'রে
আর যাহা আছে দিব সে তোমারে
প্রতিটী রাতের চুম্বন ভারে
উচ্ছ্বাসে আর দীর্ঘনিশ্বাসে প্রহর ধ'রে।
যদি ভালোলাগে নিও ওগো নিও
হৃদয়ের মাঝে আছে যে আময়
আছে যে বেদনা সারাটি জীবন মরণ ভ'রে।
এসো এসো মোর বরণ ভবনে যেওনা স'রে।

রঙখেলা

কালো তোমার চোখের তারা
বয়স তোমার উনিশ-কুড়ি
দোলের দিনে যে রঙ দিলে
সে রঙ জাগে হৃদয় জুড়ি'।
লাল-সবুজে, হলুদ নীলে
আজ আমারে ডুবিয়ে দিলে

রঙ খেলা

বজ্রধারা ছল্‌কে দিয়ে
হানলে গায়ে আবীর মুঠি
রঙ্গভরে একলা ঘরে
সেকি রঙের লুটোপুটি !

ঘোমটা তোমার পড়্‌লো খ'সে
আঁচল খানি গেল খুলে
উচ্ছ্বসিত হাসির ফেণা
উঠল জেগে অধর কূলে ।
সব সরমের আগল-ভাঙা
মুখখানি আজ হোলো রাঙা
বসন ভিজে—চুলচুলে হাত
পিচ্‌কারিটী ভ'রতে রং
শিথিল বেণীর ফুলের শ্রেণী
ঝরছে ঝরণা-ঝারার মত !

মেঘের মেঝেয় চরণ রেখে
অঙ্গে প'রে আলোর ভূষা
রঙ-সাগরে সিনান ক'রে
এলেন যেন অরুণ উষা !—
চোখ ভোলে মোর চাউনি ভোলে
প্রাণের মাঝে প্রাণ যে দোলে
দারুণ একি মিলন-দোলা
আজকে রাঙা ফাগুন মাসে

রঙ খেলা

জ্বলন্ত সুখ জাগলো, ওগো,
তোমার প্রেমের রঙ্গ রাগে।

অসাবধানী, হে মোর রাণী,
ও রঙ, থামো, আর দিয়োনা।
বড়ান বিপদ ঘটতে পারে—
মোহের সুরা আর পিয়োনা।
ভোরের আকাশ লাল করেছ
যৌবনেরই কাল করেছ—
প্রাণ যে কথা খেলনা দিয়ে
যায় না তারে সামলে রাখা
মধুর তৃষা উঠছে জেগে,
মেলছে অধর চুমার পাখা।

একটী কথা

একটী কথার মাঝে হে বন্ধু, লুকানো আছে
শত সুখ গান
সে কথা সবাই জানে কেউ তারে মুখে আনে
কেউ রাখে দূর প্রাণে বড়ো সাবধান।
আজি তব দিঠি তলে তারি ভাব ছল ছলে
ছায়ার মতন
আপেল-কপোল পাশে তাহারি বারতা ভাসে
ঢেকে রাখ্‌বার আশে বৃথাই যতন।

একটী কথা

প্রেমের খেয়াল শত   ধেয়ে আসে অবিরত
হৃদয়ে আমার
তারা যে তোমারি তরে   কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরে
কামনা তুফান-ঝড়ে ঝুরে অনিবার।

তুমি প্রতিদিন কেন   পালিয়ে বেড়াও হেন
আড়ালে আড়ালে
কি ক্ষতি, সাঁঝের শেষে   দু'কথা কহিলে হেসে
কি ক্ষতি জীবনে এসে হাসিয়া দাঁড়ালে ?

আমি ত বুঝিনে কিছু   কেন ও নয়ন নীচু
আমারে হেরিয়া
কেন যে কপোল তটে   রঙীন রঙন ফোটে—
কি ভাব বিকাশ ওঠে হৃদয় ঘেরিয়া ?

আজকে ছলনা ভরে   সুদূরে আছ যে সরে
বেশ, থাকো তাই
জানি না, কালকে জানি   আমারে শুনাবে, বাণী
গোপন সে কথাখানি শুনিতে যা চাই ॥

নিরুত্তরা

ও কথা শুধায়োনা গো, আর শুধায়োনা,
লাজ লাগে মনে।—
নারী যা বলিতে নারে সে গোপন কথা
বলিব কেমনে ?
বিজন সাঁঝের বেলা দখিনা হাওয়ায়
মোরে কাছে টানি'
কেন গো শুনিতে চাও ভালবাসি কিনা—
কাতর পরাণী ?

আমার হৃদয় তল স্থির নীর সম
রয়েছে নীরব
অগাধ আনন্দ-সুধা প্রাণমন ভরি'
করি অনুভব।
পূর্ণ জ্যোছোনার তলে ধরণী যেমন
রহে মূরছিয়া
তেমনি দিগন্তহীন স্বপন-সাগরে
রয়েছি ডুবিয়া।

তুমি মোর নিরুত্তরে ক্ষুণ্ণ অভিমানে
দূরে যাও চলি'

নিরুত্তরা

হতাশায় ম্লান মুখে—মোর চোখে জল
ওঠে ছল ছলি'।
ওগো তুমি বোঝোনাকি? কিছু কি বোঝোনা
এ নীরবতায়?
গহন হৃদয় ভাব ছুটো কথা দিয়ে
বোঝান কি যায়?

যে দিন মিলালে আঁখি আঁখিতে আমার
বোঝোনিকি প্রাণে
নিমেষ-হাবানো চাওয়া যে গান গাহিছে
নাই অভিধানে!
মোর কাঁপা হাতখানি মিশিল যেদিন
তব করতলে
বোঝোনিকি আঙ্গুলেরা পেলব সরমে
কোন্ কথা বলে?

আধোরাতে যবে পাই তোমার চুম্বন
ললাটে আমাব
কি প্রশান্তি মনে জাগে, কি পরিপূর্ণতা
কি সুখ উদার!
কোথা সে সুন্দব ভাষা বলিব যা দিয়ে
সে সব বারত
কেমনে বলিব ওগো বিরহ তোমার
কি মহাশূন্যতা!

নিরুত্তরা

নারীরে অক্ষম ব'লে দোষ দিতে পারো

কেন অভিমান

এই নারী দেয়নিকি সব কিছু ঢেলে

দেহ মন প্রাণ?

বুক ফাটে তবু তার মুখ যে ফোটে না

জানে সর্ব্বজন

এই বুঝে, প্রিয়, তারে করিও মার্জ্জনা

জন্মের মতন॥

ভুল-বোঝা

মিনতি করি, ভুল বুঝোনা মোরে।

কখনো যদি কথা না ব'লে

উদাস চোখে যাইগো চ'লে

আদর ক'রে না ধরি হাত

না বাঁধি মোহ ডোরে।

মিনতি করি, ভুল বুঝোনা মোরে

শয়ন ঘরে দুয়ার দিয়ে একা

ঘুচায়ে সুখ, নিভায়ে বাতি

ভুলের ঘোরে কাটাও রাতি

ভুল-বোঝা

দেখোনা চেয়ে ঘুমের মাঝে
কে দিয়ে যায় দেখা।
শয়ন ঘরে কাটাও রাতি একা।

অবোধ, তুমি জানোনা মোর প্রাণে
কি প্রেম-ঢেউ নিয়ত দোলে
কি গান বাজে গভীর রোলে
কি ব্যথা দহে তোমার ভুলে
তোমার অভিমানে।
অবোধ, তুমি জানোনা নিজ প্রাণে।

চাঁদের ফুল যখন ঝরে বনে
শুকানো-পাতা-বিছানো ঘাসে
কাটাই রাতি দীর্ঘশ্বাসে
ধেয়ান করি তোমারি প্রেম
উদাসী মনে মনে
চাঁদের ফুল যখন ঝরে বনে।

মিনতি তাই, ভুল বুঝোনা মোরে।
কখনো যদি কথা না ব'লে
সুদূর পানে যাইগো চ'লে
কখনো যদি না চুমি মুখ
মোহের মন্তরে।
মিনতি করি, ভুল বুঝোনা মোরে॥

শ্রেষ্ঠকাব্য

পড়িলাম কত কাব্য, কত কথা মালা
আনন্দ-চন্দন-রস-সুধা-গন্ধ-ঢালা।
কবির হৃদয় ধন মুগ্ধ ভাবগুলি
দুরন্ত উচ্ছ্বাস ভরে উঠিতেছে দুলি'
আলোকেতে, অন্ধকারে, তারায় তারায়
শরতের, বসন্তের ফুলের ধারায়
কভু চোখে আনে জল, কভু প্রাণে প্রাণে
মধুর ঝঙ্কার তোলে,—বুঝি যাদু জানে।

কবি-দুঃখ হয় সুখ, কবিতা সংসার
স্বর্গের বারতা আনে, সুন্দরের সার
রমনীরে মনে হয় মূর্ত্ত দেবী ব'লে
শিশুগুলি ফুলসম রুচিমুখ তোলে।
তবু সব কবিতার মধ্যমনি সমা
আমার যে শ্রেষ্ঠকাব্য তুমি প্রিয়তমা॥

মুগ্ধ

জানিনে গো প্রেম কারে বলে
আমি শুধু তারে ল'য়ে
আবেশে বিভোর হ'য়ে
জাগি রাত চাঁদিমার তলে

ধীরে মোর কাঁপাহাতখানি
মেশে তার করতলে
কতনা মধুর ছলে
আঙুলে আঙুলে কানাকানি

বাঁধা চুল যবে এলোমেলো
মিছে রাগে অভিমানে
হাসিয়া ভ্রূকুটী হানে
বুকের আঁচল খুলে এলো।

লাজে মুখ ফুলসম রাঙা
অধর মানেনা মানা
ঘন ঘন না, না, না, না
গলার আওয়াজ ভাঙা ভাঙা

মুগ্ধ

আলস-লালসে তনু ভোর
বুকে মাথাখানি রেখে
যুগ যুগ দেখে দেখে
তিয়াষ মেটে না তবু মোর।

খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে
আঁকা বাঁকা চাঁদখানি
কি দেখে হাসে না জানি
মৃদু ইসারায় মুচকিয়ে।

বয়ে যায় ঝুরু ঝুরু হাওয়া
ঝরা নিম-ফুল তায়
উড়ে উড়ে পড়ে গায়
বালিস বিছানা ফুলে ছাওয়া।

সারারাত আমরা দুজন
হৃদয়ে স্বপন ভরি'
মালাটী বদল করি
করি মৃদু মধুর কূজন।

কথায় শুধু না মন ভুলে
নিমেষে হাজার বার
ঘোমটা ঘুচায়ে তার
চুমন আঁকি গো এলোচুলে।

মুগ্ধ

জীবন হ'ল যে মাতোয়ারা
সে আজি বসিয়া পাশে
মদির হাসিটী হাসে
ঝরায় বীণার সুরধারা।

প্রেম সে কেমন কেবা জানে
আমি যে প্রিয়ারে ল'য়ে
রয়েছি বিভোর হ'য়ে
জায়গা খালি তো নেই প্রাণে।

স্তব

সাঁঝের বায়ে তরুর ছায়ে ঝ'রলে চাঁপা ফুল
সত্যি ক'রে বলব, প্রিয়া, মিথ্যে ভরা ভুল।
ফুট্‌ফুটে-রঙ জোচ্ছোনাতে
হাত দু'খানি নিয়ে হাতে
চুমাব বসে ডুবিয়ে দেব হৃদয়-উপকূল।

রাগই করো, যাহাই করো, শুনবো নাকো কিছু
স্তবের বাঁশী বাজিয়ে আমি ছুটবো পিছু পিছু
বসন্তেরি লাল-সবুজে
তুল্য-শোভা নেব খুঁজে
গানের হারে গাঁথব তারে নয়ন করি' নীচু।

স্তব

জানি, মুখে আঁচল দিয়ে হাসবে তুমি, প্রিয়ে,
তবু বারণ শুনবনাকো, কানের কাছে গিয়ে
বলব তুমি রাজেন্দ্রাণী
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রূপের রাণী
যেমন খুশী বলব' তোমার অধর-সুধা পিয়ে।

ভোরের বেলা আলোর ছোঁয়ায় ঘুমটী ভেঙে গেলে
জান্‌লা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইবে আঁখি মেলে।—
অন্তরেরি অন্তরালে
সুর লাগাব কথার জালে
যখন খুশী গাইব সে গান রঙীন কিছু পেলে।

আর যা করো, করো, কেবল বারণ ক'রোনাকো
তুমি আমার সন্ধ্যাকাশে তারা হ'য়ে থাকো।
ফুলের বনে হও তুমি ফুল
চাঁদের চোখে চাঁদেরই ভুল
এই প্রেমিকের প্রাণে তোমার স্বপন এঁকে রাখো॥

প্রিয়তমাসু

হে সুন্দরী, তুমি মোরে প্রেমের মন্ত্রের জোরে
করেছ সুন্দর

প্রিয়তমাসু

দিয়েছ অনন্ত আশা, প্রভাত সন্ধ্যার ভাষা
কবির অন্তর।
তোমার যৌবন-লোকে দুটী স্বপ্নময় চোখে
পশিলাম যবে
ভুবন-মোহিনী রূপে হৃদয় ভরিলে চুপে
মিলন-গৌরবে।

কভু পূর্ণিমার রাতে পেয়েছি নয়নপাতে
তোমার চুম্বন
কভু তরুচ্ছায়াতলে দু'বাহু জড়ায়ে গলে
দিলে আলিঙ্গন।
স্পর্শ-শিহরণে তার খুলিল স্বর্গের দ্বার
হেরিনু চকিতে
অসীম ঐশ্বর্য্য বাশি, অধীর পরাণবাঁশী
চাহিছে বাজিতে।

ম্লান গৃহকোণ হ'তে অশান্ত জীবন স্রোতে
মুক্ত নভতলে
কখন্ গোপনে, জানি, আমারে আনিলে টানি'
যাদু মন্ত্র বলে।
কখনো অঙ্গুলি তুলে দেখালে দিগন্ত কূলে
রহস্য-সাগর
ব্যথার ঝঙ্কার যত হানিলে বজ্রের মত
হৃদয়ের পর।

প্রিয়তমাসু

আজি বেদনার পারে কল্পনার অভিসারে
চলিয়াছি আমি
বর্ষমাস রাত্রিদিন সঙ্গে চলে শ্রান্তিহীন
বারেক না থামি'।
আলো-অন্ধকার মাঝে কত রাগ-রঙ্গ রাজে
কত অশ্রু হাসি
লক্ষ রঙে মনোরম যেন ইন্দ্র ধনুসম
উঠিছে উদ্ভাসি'।

চিরন্তন ভাবরসে অন্যমনে গাঁথি ব'সে
আনন্দের গান
জনতা উৎকর্ণ হ'য়ে আসে ফুল-মালা ল'য়ে
জানায় সম্মান।
আকাশ আমার পানে সুনীল কটাক্ষ হানে
মহাপ্রেমে হারা
প্রান্তর অরণ্য ভূমি বসন্ত ওঠে কুসুমি'
শুনে গীত ধারা।

সেই সুরে ছন্দেতালে কবিতার অন্তরালে
সরস্বতী সমা
ঝঙ্কৃত সেতার হাতে জেগে আছ দিনেরাতে
প্রাণ-প্রিয়তমা।
চিত্তের দেউল ভরি' আঁকিতেছ, হে সুন্দরী
কথার' আলপনা
লিখিছ স্বপ্নের লেখা কত রঙ, কত রেখা
কত্তনা কল্পনা।

প্রিয়তমাসু

প্রেম দিয়ে গান দিয়ে বিহ্বল করেছ, প্রিয়ে,
আমার অন্তর—
আকাশে জ্যোৎস্নার রাশি তাই হাসে এত হাসি
মাধুরী-মন্থর ;
ধরণী সৌন্দর্য্যে ভরা মন প্রাণ মুগ্ধ-করা
মধুময় সবি
তোমার বাসর মাঝে তাই এত বাঁশী বাজে
তাই আমি কবি ॥

স্বপন প্রিয়

আমার তো ভাই ভালই লাগে
এমনি রঙিন সন্ধ্যা বেলায়
মনটীকে মোর উড়িয়ে দিতে
স্বপ্ন-লোকে রূপের মেলায় ।
হাওয়ায় যখন বনের কোলে
আধ্ফোটা ফুল পাঁপড়ি খোলে
লাজুক মিঠে গন্ধে তারি
বাগান খানি ভ'রে ওঠে ।
স্বীকার করি, মনটী তখন
স্বপ্ন লোকে অম্নি ছোটে ।

চাঁদের সাথী সন্ধ্যাতারা
কোমল চোখে চাইলে পরে

স্বপন প্রিয়

হৃদয় তারে বঁধুর মতন
আদর ক'রে জড়িয়ে ধরে।
আঁখির সনে মিলিয়ে আঁখি
তাইতো অমন চেয়ে থাকি
অলখ্ ফুলের একটী মালা
পরিয়ে দিয়ে তাহার গলে
মুগ্ধ হয়ে রইগো জেগে
স্বর্গ-সুখের অতল তলে।

তোমরা যারা স্বপ্ন-দ্বেষী
ব'লবে এসব বাড়াবাড়ি
ব'লতে পারো, তাই বলে কি
স্বপ্ন-দেখা দেব ছাড়ি' ?
হাল্‌কা-মেঘের ভেলায় চ'ড়ে
ভাসব আমি সেই সাগরে
কূল-বেলা যার কুঞ্জ-সবুজ—
পাহাড়গুলি নিবিড় নীল—
চির-প্রাতের রৌদ্দুরেতে
যে দেশখানি ঝিলিমিল্।

ঝর্ণা ঝরে, হরিণ চরে,
রাখাল-কবি বাজায় বাঁশী
নদীর জলের ঢেউয়ে ঝলে
কৃষ্ণচূড়ার হাসিরাশি।
ছায়ার তলে, বনের নীড়ে
তরুণ চাহে তরুণীরে

স্বপন প্রিয়

আঁচল টেনে, হাতটী ছুঁয়ে
মান-ভাঙানোর কতই পালা
ঘোম্‌টা খুলে অধর কূলে
অশেষ-চুমার মধু ঢালা।

ভাল লাগে এম্‌নি ধারা
কল্পনারি সোনার ছবি
জীবন-ভরা ব্যথার মাঝে
সান্ত্বনা যে তাতেই লভি।
অনেক-জানা জগৎ ফেলে
মন চ'লে যায় ডানা মেলে
নেই-দ্বীপেরি নিরালাতে
নতুন ক'রে বাঁধতে বাসা
স্বপনময়ী প্রিয়ার প্রেমে
নতুন ক'রে কাঁদাহাসা ॥

বসন্ত-রূপিনী

আমার বসন্তদিনে পাখী যদি নাহি গায় গান
না ওঠে পূর্ণিমা-চাঁদ সন্ধ্যাবেলা সাগরের কূলে
কোন ক্ষতি মানিবনা-যদি পাই তোমারি সন্ধান
মুগ্ধ নয়নের আগে, যেথা প্রেম অশ্রু হ'য়ে দুলে

বসন্ত-রূপিণী

মর্ম্মে যত ফোটে ফুল তত ফুল ফোটেনাত' বনে
তত মিষ্ট গন্ধ ভারে সমীরণ হয়না মন্থর—
তুমি কাছে এলে' পরে শত বসন্তের আগমনে
ধরণী উল্লাসে নাচে, নেচে ওঠে আমার অন্তর।

শীত যদি চৈত্রমাসে মেলে রাখে শিশির-অঞ্চল
বাসরের দ্বারপ্রান্তে দ্বিধাভরে থেকোনা দাঁড়ায়ে
আলিঙ্গন দিও মোরে, কাছে এসে করিও চঞ্চল,—
তখনি ফুটিবে ফুল ম্লানশীর্ণ তরুবীথিচ্ছায়ে।
প্রেমের মূরতি অয়ি, অয়ি মোর ফাল্গুন-রূপিনী
এসো মোর স্বপ্নাবেশে, এসো মোর মানস-মোহিনী

বকুল ফুল

ফুলের বাগান ভালবাসি নেইগো তাহে ভুল
তারি মধ্যে প্রিয় আমার ঝরাবকুল ফুল
গুণের আদর করতে জানি
কিন্তু টাকার টানাটানি
অধিক রূপের উন্মাদনায় চোখে ঘুমের ঢুল।

মন-ভোলান প্রশংসাতে ভুলবনা ভাই আমি—
শুধাও তবে কিসের জন্যে বকুল হলো দামী ?
বলতে যে ভাই লজ্জা করে
বুঝে নিও কণ্ঠস্বরে
তোমরা যারা গুণের ভক্ত ভাববে এ পাগ লামি

বকুল ফুল

নয় সে কথা বেশী কিছু নয়গো ভাবে ভরা
আর তা নিয়ে জ্যোৎস্না-রাতে যায়না কাব্য করা।
খুব মনে হয় বলার আগে
বলে ফেললে তুচ্ছ লাগে
নতুনত্বের মাথামুণ্ডু যায়না কিছু ধরা।

নেহাৎ যদি শুনবে, সখা, যেয়ো অমুক্ গ্রামে
শুধিয়ে নিও বকুল তলা ডাহিনে না বামে।
সেইখানে এক সন্ধ্যাবেলা
ঘুরতেছিলাম হেলাফেলা
রক্ত-বসন সূর্য্য তখন অস্তাচলে নামে।

অধিক বলা অধিকন্তু---দেখি নয়ন তুলে
রূপসী নয়, কালোকোলো, গুণ বলেনি খুলে।
আমায় দেখে ঘোমটা টেনে
কেমন যেন চাউনি হেনে
হাত দুখানি ভ'রে দিল ঝরা বকুল ফুলে।

সেদিন থেকে ফুলের রাজ্যে বকুল হোলো প্রিয়--
গোলাপ চাঁপার বন্ধু মোরে গাল দাও তো দিও।
এ জীবনের প্রথম-পাওয়া,
তারার মতন ছড়িয়ে যাওয়া
বকুল্ ফুলই আমার কাছে পরম রমণীয়॥

কাঁটার বনে ফুল

কাঁটার বনে ফুল যে তুমি
প্রেমের রঙে রাঙা
রূপের ভারে বৃন্ত দোলে
পাপড়ি ভাঙ্গা ভাঙ্গা।
তোমারে ল'য়ে গাঁথিব মালা—
চয়ন-লোভে জাগিল জ্বালা
আঙুল বিঁধে রক্ত ঝরে
অশ্রু ওঠে দুলে।
তবুও কেন তোমারি লাগি
যতন করি ভুলে।

রূপসী ওগো যদি এমন
সুদুর্লভা তুমি
সুরভি দিয়ে ভরলে কেন
সকল বন ভূমি?
মৌমাছিরে মাতাল ক'রে
প্রজাপতির হৃদয় ভ'রে
গরবে কেন রহিলে স'রে
নাগাল-সীমাপার
রচিয়া দুখ-দারুণ-বাধা
কাঁটার পরিখার?

কাঁটার বনে ফুল

সাঁঝের হাওয়া বন্ধু তব
সন্ধ্যাবেলা তারে
অমন হেসে কি কথা বলো
গোপনে চুপিসারে ?
শিশির-ঝরা চাঁদিনী রাতে
যে গান গাহ চাঁদের সাথে
স্বপনে ভরা সে গান আর
কারেও শোনাবে না
হতাশ-প্রেমে সে যাবে ফিরে
যে জন চির-চেনা ?

কারেও যদি না দিবে ধরা
হে বন-সভা কাণ
মুগ্ধ চোখে আঁকিলে কেন
স্বর্গ-সুখ-ছবি ?
আশার পাখা ঝাপটি' ডানা
বন্ধ দ্বারে দেয় যে হানা
না পেয়ে সাড়া কাঁদিয়া মরে
বিফল অভিমানে
তবুও ডাকে শতেকবার
বিরহ-ব্যথা-গানে ।

ও তব রূপে ক'রেছি পান
উগ্র প্রেম-সুরা
হৃদয় ল'য়ে খেলোনা খেলা
হে চির-নিষ্ঠুরা ।

কাঁটার বনে ফুল

জীবন-ভেরী সুদূরে বাজে—
কালের ছায়া-দেউল মাঝে
অনন্তেরি মিছিল যত
হ'য়েছে আগুসর।
দেরী কোরোনা-ধরো এ হাত—
ভরো এ অন্তর॥

সহজিয়া

পাই বা না পাই ভালবাসে মন সেইতো মোর।
তারে দেখে আজ নাহি সীমা নাই আনন্দের।
ঘোমটা বিহীন মুখখানি তার
যেন যুঁই ফুল প্রভাতবেলার
পল্লব অঙ্গ পেয়েছে সঙ্গ অনঙ্গের।

পথ চলেছিনু,—সহসা দেখিনু নয়ন 'পরে
সেই তরুণীর মৃদুল হাসিটী, মনে লো মোর।
দাঁড়ায়েছিল সে জানালাতলায়
বামহাতখানি কটিমেখলায়
গোলাপ-শোভন দখিন্ হাতটী সামনে ধরি'।

বৈশাখীদিন—রৌদ্র সে যেন সোনার সুরা
বাগানে তাহার ফুটে লাখে লাখ কৃষ্ণচূড়া।

সহজিয়া

স্নিগ্ধ বাতাস ঝরঝর বয়
দোলে ঝাউবন নদীতীরময়
ঝন্ ঝন্ সুরে বেজে ওঠে প্রাণে কি তানপুরা।

ঊর্দ্ধে আকাশ সমুদ্রসম নিবিড় নীল—
নিয়ে হৃদয় হৃদয়ের সনে পেয়েছে মিল।
ভুবন-ডুবানো যৌবন-গানে
ভেসে যায় মন কোথায় কে জানে—
প্রেমের দরজা খুলে গেল ওই—দরাজ দিল্।

পাই বা না পাই কোনো ক্ষতি নাই বেসেছি ভালো
ওই হাসে তার উজ্জ্বল নয়ন কাজল-কালো।
ভুলায়েছে মোরে আধো ভ্রূভঙ্গে
লজ্জা-জড়ানো হাসির রঙ্গে
ভ'রেছে জীবন—মিটে গেছে সাধ—সেও মিলালো॥

অবুঝ-বাঁশী

তারায় ভরা আজি এ রাতে
কেন গো বাঁশী বাজালে
মুগ্ধ ক'রে সকল প্রাণ
সুরের সাজি সাজালে?

অবুঝ-বাঁশী

তুমি যে ধরা দেবেনা, জানি
বৃথাই কেন হৃদয়খানি
আকুল করো স্বপনে
চোখের জলে ভোরে যে আঁখি
একেলা ঘরে গোপনে।

কতনা দিন আশার ভরে
রেখেছে চিত্ত জাগিয়া
শুনেছি তব চরণধ্বনি
চুমন-মধু লাগিয়া।
প্রদীপ-জ্বালা জানালাতলে,
নিথর নিশি গেল যে চলে
এলেনা তুমি দুয়ারে মোর
জীবন মন জুড়াতে
এলেনা সুখ-সোহাগ-রসে
সকল সাধ পুরাতে।

ফাগুন আজি মেলেছে পাখা
বিদায় নেবে বলিয়া
গগনে কার সজল আঁখি
উঠেছে ছলছলিয়া।
বৈশাখের বাগান ভরি'
ফুলের দল পড়েছে ঝরি'
মিলায়ে গেছে পরমক্ষণ
বিফলতার সরমে

অবুঝ-বাঁশী

তবুও কেন বাজাও বাঁশী
গভীর মোর মরমে ?

উদাসী ওগো কি ধন চাও
পারিনে আমি বুঝিতে
লগন ভুলে সুরের কূলে
কি এলে বৃথা খুঁজিতে ?
আজ এ চাঁদ-হারানো রাতে
কি দিব, বলো, তোমার হাতে
অসময়ে তো গাহেনা পাখী
দোলেনা ফুল-ঝুলনা
কেনগো তবে বেদনা দাও
ছলিয়া, প্রেম-ছলনা ?

মোর যা ছিল নবীন দিনে
উজাড়ি' ঢেলে দিয়েছি
তোমারি দূর-মূরতি ল'য়ে
ধেয়ানে সুধা পিয়েছি।
বসন্তের মাধুরী-মেশা
আমার সেই মোহের নেশা
মলিন হ'য়ে নিভিল, হায়—
তবুও কোন সাধনে
অবুঝ-বাঁশী বাজাও, প্রিয়,
করুণতম কাঁদনে ?

মিনতি

তুমি যেদিন বিদায় নেবে, প্রিয়,
বারেক চেয়ে দেখো মুখের পানে'
অশ্রুকণা জাগে কিনা জাগে
ঘোমটা-ঢাকা আমার দু'নয়ানে।
বেদনা-বাণ বয়সে প্রাণে চাপা
নয়নজলে যায়না তারে মাপা
শুন তবু এমন মিনতি যে
চির-অবোধ হৃদয় সে না জানে।

তোমায় কাছে পাবার সুখ যে কত
ভাষা দিয়ে ব'লতে নাহি পারি
এ জীবনের অতল তলে তলে
মধুর ধারা দিয়েছ সঞ্চারি'।
জ্বলে তোমার দু'টী আঁখির আলো
পরাণ হ'তে ঘুচিয়ে দিলে কালো
এ ঘরখানি ক'রলে দেবালয়
গানহাসি তার প্রদীপ সারি সারি।

যত্নে তব আমার বাগানেতে
মধু মাসে ফুটতো কত ফুল
আজো ভাবি একলা ব'সে ব'সে
সত্য সে কি—না সে মনের ভুল ?

মিনতি

সেদিন কিছু করি নাইতো দাবী
পেয়েছিলাম বড়ো ঘরের চাবী
আজ তুমি যে বিদায় নেবে, তাই
মর্ম্ম আমার মর্ম্মরে আকুল।

বারণ তোমায় ক'রবোনাগো যেতে
ফেলবনাকো বৃথা চোখের জল
তুমি আমায় ভালবেসেছিলে
সেইটুকু মোর পরম সম্বল।
বারেক শুধু চেয়ো মুখের পানে
হাসি-করুণ তরুণ দু'নয়ান
ফুটিয়ে যেও শুধু যাবার আগে
ভালবাসার অভয়-ফুল-দল॥

বিদায়

তুমি যদি ভোলো মোরে ভুলিও গো ভুলিও
মালা বদলের মালা নিজহাতে খুলিও
আমারে ভুলিলে যদি
ভালো থাকো, হে দরদী
তবে প্রেম পায়ে দ'লে চির-সুখে দুলিও।

বিদায়

তবে ভেঙে যেও প্রাণ
ভেঙো আশা অভিমান
বৃথা-যৌবন-দিনে ব্যথা ভ'রে তুলিও।

আর বাধা নাহি দিব, আর কথা কবোনা
তোমার পথের মাঝে কাঁটা হ'য়ে রবোনা।
একদিন তুমি মোরে
বেঁধেছিলে বাহু-ডোরে
সব ভুলে যেও, বঁধু, কিছু মনে ল'বো না।
চোখে যদি আসে জল
কাঁদে হৃদয়ের তল
বুঝিব সে মিছে মায়া, ব্যথা নহে, ছলনা।

বাসি ফুলদল কেহ রাখেনা তো স্মরণে
লোকে তারে হেলাভরে দ'লে যায় চরণে।
মিছে হাসি হেসে আর
বাড়ায়োনা দুখভার
ব'লোনাগো "ভালবাসি" অতীতের স্মরণে।
তার চেয়ে অবহেলে
মোরে তুমি যেয়ো ফেলে
চির বিরহের মাঝে তিল তিল মরণে॥

দ্বন্দ্ব

মন্দির ছিল মাঝখানে---তার চারিধারে ঘন বন
শাখে রাঙা ফুল সুবাসে-ব্যাকুল, পাখী গায় আনমন
সেথা একদিন সন্ধ্যাবেলায়
এলো যাত্রীরা ধূলি ভরা পায়
দেউল হেরিয়া বিস্ময়ে সুখে তুলিল জয়ধ্বনি
হ'বে রজনীর আশ্রয়নীড় --জোগালেন নারায়নই।

ধীরে ম্লান হয়ে নিভে এলো দিন, নীরব হইল হাওয়া
শেষ হ'য়ে এল ক্লান্ত পাখীর সন্ধ্যার গান গাওয়া।
ঝোলা ঝুলি রেখে খুলি' আবরণ
পথিকেরা বসে মেলিয়া চরণ
নামিল রজনী গাঢ় ঘন করুণ ঝিল্লীস্বরে
প্রথম প্রহর ঘোষিল শৃগাল সারা অরণ্য জুড়ে।

মৃদুল হাওয়ায় পাতা ঝ'রে যায়, আঁধারে জোনাকী জ্বলে
মন্দির মাঝে ক্লান্ত হাসিতে পাপের গল্প চলে।
অর্ধেক রাতে দলপতি কয়
" ওহে বন্ধুরা, আজ আর নয়
এবারে ঘুমের করো আয়োজন শয়ন বিছাও সবে
আছে শুধু কাজ---অঙ্গনতলে আগুন জ্বালিতে হ'বে।"

শুনে একজন কহিল তখন---" হায়গো কে যাবে বনে
এ গভীর রাতে পারিবনা যেতে জ্বালানী অন্বেষণে"
মুচকি হাসিয়া দলপতি কয়
" ভেবোনা তোমরা, করিওনা ভয়
যেতে যারে হ'বে ঘুমে সে মগন, ঠেলিয়া জাগাও তারে।"
ডাকিল "হিরণ, ওহে ও হিরণ, স্নেহহীন ঝঙ্কারে।"

"ওহে ও হিরণ, কাঠ ভেঙে আনো"--হিরণ চমকি' জাগে
"এত রাত্তিরে ওই বনে যাওয়া ? কেনবা বলনি আগে ?"
"আহারে বাছারে, মূর্চ্ছা গেলে যে
যেতে পারো সেথা সঙ্গে এলে যে
ডেকে দেব নাকি ? অন্ধকারেতে খাসা হ'বে উৎসব !"
সরোষে হিরণ গর্জ্জিয়া ওঠে "চুপ রহো বেয়াদব !"

"বটে অপমান, ওরে শয়তান, কি ফল সত্য ঢাকি'
তুই সরমারে---নিত্য সরমা---সে কথা মিথ্যা নাকি ?"
"হউক মিথ্যা হউক সত্য
তোমার কি তাতে; শুধু অকথ্য
লাজহীন ভাষা বলিলে অমন সকলের সম্মুখে
বৃদ্ধ হ'য়েছ ওসব রঙ্গ বেমানান তব মুখে।"

বাহিরে গেল সে---যাবার বেলায় মহাকৌতুক ভরে
উচ্চ হাসিয়া উঠিল সরমা জলতরঙ্গ-স্বরে।
শুনিয়া নায়ক রাগে গরগর

হাঁকিল "এখনি দ্বার রুদ্ধ করো
এমন শাস্তি দেব ওরে আজ, কখনো যাবেনা ভুলে"
বিস্মিত যত নরনারীদল ব্যথায় উঠিল দুলে।

কেহবা কহিল 'আহা থাক্ থাক্,' কেহ বলে 'দোষ নাহি'
দলপতি হাঁকে "চুপ রহো সব, কি লাভ কাঁদুনি গাহি ?
ভাঙিতে হইবে স্পর্দ্ধা উহার
আর সহিবনা অপমানভার"
দূরে শোনা গেল হিরণের গান বেপরোয়া ভয়হীন
মন্দিরদ্বার বন্ধ হইল, বনানী আঁধারে লীন।

হেথা সরমার দুরু দুরু মন দু'নয়ন ভরা জলে
গভীর নিরাশা, নায়কের সাধ, জাগিছে হৃদয় তলে
দেবতার পাশে ছবির মতন
দাঁড়ায়ে সে কাঁদে---কি জানি কখন
শুনিবে বাহিরে আর্ত্তকণ্ঠ---ভিতরে অট্টহাস
ফুরাইবে তার ক্ষণবসন্ত, সুখের স্বপন রাশি।

মিলন-ফুলের গন্ধ-মদির সাজানো বাগানখানি
শুকাবেকি ওগো নিঠুর বিধাতা এমন বজ্র হানি' ?
বুক ভরা প্রেম--আশার সুরা এ
পায়ের তলায় দিবেকি গুঁড়ায়ে
যত সুখ সাধ, মধু আহ্লাদ, যৌবন-হাসিগান
সবিকি তোমার খেয়াল-খেলায় ভেঙে হ'বে খান্ খান্ ?

ভাল যে বেসেছে সেই শুধু জানে এব্যথা কেমন ধারা
ঘুম ভুলে তাই জাগিয়া রহিল নারীর নয়নতারা।

অশ্রুসজল প্রার্থনা তার
ভিজাল চরণ বন-দেবতার

ঘোমটা-বিহীন আলুথালু শির, কপোলে জলের লেখা,
পাষাণ-বেদীর ধুলায় লুটায় আকুল রমণী একা।

থাকিয়া থাকিয়া ওঠে চমকিয়া কিসের শব্দ শুনে'
অশ্রুবিন্দু গুণিয়া গুণিয়া রাতের প্রহর গুণে :

আলুলিত চুলে, শিথিল আঁচলে
ম্লান প্রদীপের আলোটুকু দোলে

মুদিত নয়ন—উজল মুখখানি নিথর ধেয়ানে হারা
যারে কাছে চায় সাড়া নাহি পায় করযোড়ে চাহে সাড়া

"ওগো দেবপতি, অগতির গতি, ফিরায়ে আনগো তারে
অপরাধ ক্ষম, করুণানিধান, পরম করুণাভারে।

তুমি জানো মন—কাহারে সে চায়
এ বিপদ হ'তে বাঁচায়োগো তায়

মিনতি রাখো হে দয়াল ঠাকুর বাড়াও অভয়পাণি
যাহা চাও দিব, সব দিব প্রভু তোমার চরণে আনি।"

রাত দু'পহর, বায়ু মর মর, পাতা ঝর ঝর বনে
জ্যোছোনার তলে বসিয়া হিরণ ভাবনামুগ্ধ মনে

হৃদয়ে জাগিছে একখানি মুখ

সরমে জড়িত প্রেম-উৎসুক
যেন আধফোটা ফুলের মতন দূরের স্বপনে ভরা
যত সে মধুর. তেমনি তরুণ, তেমনি পাগল করা।

তারো মনে লাগে চকিত-চমক দূর গরজন শুনে'
কভু জাগে ভয়, নাহি নিশ্চয, মরণেব জাল বুনে।
কালো ছাযাদল মৃবত-মবণ
কবে যে চোখেব আরাম হবণ
পাতা ঝবিবাব ঝবঝরে তাব অঙ্গে দিতেছে কাঁটা
ঘুমহীন একা জেগে আছে হায় কামবে ছুঁবকা আঁটা।

বনেব জোনাকী কে জ্বালে নভায-বাতেব আঁধাব মূলে
ভোব হ'তে আব কত দেবী ? তাব শ্রান্ত নযন ঢুলে
বারে বারে মন হযরে আকুল
কেমন আছে সে আধফোটা ফুল ?---
সহসা স্মবিল সবমারে চায শুর সেই দলপতি।
সবমে ঘৃণায জ্ব'লে ওঠে বাগ সেও ভযানক অ

শতবিল ম্লান পঞ্চমী চাঁদ. শ্যামল ঝিঁঝির ডাক
পাংশু আলোয আঁকা তরুছাযা. বনভূম নিবাক
মোহভরে যুবা উঠিয়া দাঁড়ায
মন্দিব পানে চরণ বাড়ায
নীরবে কে যেন খুঁজিয়া বেড়ায গহন বনেব পথে
মাঝে মাঝে জপে সহিবনা আমি সহিব না কোন মতে

ছিল দেউলের দখিণ কোণায় বন্ধ ভাঙা যে দ্বার
খুঁজিতে খুঁজিতে আসিল সেথায় ভাবিল একটীবার।
শান-দেওয়া ছুরি মুঠায় বাগিয়ে
অতি ধীরে ধীরে গেল সে আগিয়ে
বাতায়ন দিয়ে দেখিল হঠাৎ মুগ্ধ নয়ন ভরি'
পাষানের পায়ে মূরছি রয়েছে বিরহিনী সুন্দরী।

সোনার বাঁশরী বাজিছে তখন তরুণী প্রিয়ার কাণে
দেবতার মুখে শান্ত হাসিটী সান্ত্বনা ব'হে আনে।
যেন ঘুমঘোরে মেলিয়া নয়ন
সরমা শুধায়-- "একিগো স্বপন
এসেছ হিরণ, এসেছ।" রমণী থামিল তীব্র ভয়ে
ভীষণ কণ্ঠে কে যেন হাকিল "যাক তবে যমালয়ে"

কৃপাণ হস্তে পিছনে দাঁড়ায়ে ক্রুদ্ধ সে দলপতি
দন্তে দন্তে করে ঘর্ষণ, চক্ষে সাপের জ্যোতি
"মিটাব তোদের মিলনের আশা
এখনি ঘুচাব ছার ভালবাসা
দেখি কে বাঁচায়"---হিরণ হাসিল "বেশ, বেশ, তাই হোক্
বাঘের গর্ভে পাঠাতে পারনি রক্তে ঘুচাও শোক।"

বিদ্যুৎসম চমকে ছুরিকা বিদ্যুতবেগে ধায়
ঝলকে ঝলকে ফুল্‌কি ঠিকরে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ ঘায়।
কঠোর কঠিন দোঁহার আস্য

বিলোল অধরে কুটিল হাস্য
হিংস্র দু'চোখে পিঙ্গল জ্বালা, ললাটে ভ্রূকুটি আঁকা
কাহার অস্ত্র হ'বে যে কখন তপ্তশোণিতে মাখা।

যুঝিতে যুঝিতে জপিছে তরুণ তরুণী প্রিয়ার নাম
যুঝিতে যুঝিতে ভাবিছে বৃদ্ধ এই বুঝি মরিলাম।
অদূরে দাঁড়ায়ে প্রেয়সী সরমা
মন্ত্র মুগ্ধ চির-মনোরমা
নিমেষ হারায়ে হেরে সংগ্রাম উৎসুক ভয়ভরে
কি জানি কি হয় কার পরাজয়-কে তারে বরণ করে।

ললাট বাহিয়া ঝরিতেছে ঘাম ক্লান্তি আসছে নামি'
সহসা বৃদ্ধ কি যেন দ্বিধায় ক্ষণেক রহিল থামি'।
মরণোন্মুখ হরণের হাত
অমনি হানিল তীব্র আঘাত
আর্ত্ত আওয়াজে ফুকারিয়া উঠি' নায়ক লুটাল ভূমে।
নীরব দেউল,- নিভ-নিভ দীপ,-- যাত্রী মগন ঘুমে।

রজনী তখন অবসান-প্রায়, কাঁপিছে ভোরের হাওয়া।
দু'জনে দাঁড়ায়ে আনত নয়ন---যেনবা স্বপ্নে-পাওয়া।
গভীর বিষাদে ভরা দুই প্রাণ—
মৃদু স্বরে গেয়ে প্রার্থনা-গান
চোখে জল ভ'রে, হাতে হাত ধ'রে, চলিল দুগে। পানে
তখন উঠেছে প্রভাত-সূর্য্য, পাখীরা মুখর গানে॥